তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া
বা
ঐশী বিকাশ

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া
বা
ঐশী বিকাশ

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া
(ঐশী বিকাশ)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা

প্রকাশক | **মাহবুব হোসেন**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষান্তর | **মৌলবী মোহাম্মদ**
সাবেক ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল | ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ (৪র্থ সংস্করণ)
জুন ২০০৯

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | **বাড-ঔ-লিভস্**
২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Tajalliat-i- Ilahia (Oishi Bikash)

Published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধ

মহান আল্লাহ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে 'সুলতানুল কলম' বা লেখনী সম্রাট হিসাবে সম্বোধন করেছেন। অসির কার্য তিনি (আ.) মসির দ্বারা সম্পাদন করে এক বিজয়ী জেনারেলরূপে পৃথিবীতে স্বীয় সত্যতার দ্বীপ শিখা জ্বেলে দিয়েছেন।

তাজল্লিয়াতে ইলাহিয়া পুস্তকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) স্বীয় সত্যতার সমর্থনে আগত পাঁচটি ভূমিকম্প সম্পর্কে জনগণকে সাবধান ও অবহিত করেছেন। একইসাথে তিনি (আ.) শর্তযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন। আগত শাস্তির সংবাদ দিয়ে তিনি মানুষকে সত্যের পথে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। সেসাথে তওবার মাধ্যমে এই বিপদের ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব বলেও তিনি আমাদের সর্তক করেছেন। আশা করি পুস্তিকাটি মানুষের ইমান বৃদ্ধির কারণ হবে।

এই পুস্তিকাটি সাধু থেকে চলতিরূপদান ও প্রুফ রিডিংয়ের কাজ করেছেন জনাব মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল আমিন। মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে কাজ করেছেন জনাব আব্দুল কদ্দুস।

আল্লাহ সংশিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম
খাকসার

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ জুন ২০০৯

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

বর্তমানে বাংলা ভাষায় আহমদীয়া মতবাদের পুস্তকের অভাব যেমন তীব্র, চাহিদাও তেমনি খুব বেশি। সেজন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর 'তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া' পুস্তকের অনুবাদটি সময়োপযোগী হয়েছে এবং আশা করি সকলের কাছে সাদরে গৃহীত হবে। মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বাংলার আহমদীয়া জামাতের মধ্যে একজন সু-লেখক এবং তাঁর এই অনুবাদটি বেশ প্রাঞ্জল হয়েছে। অত্র পুস্তকটি ১৯০৬ সালে উর্দু ভাষায় প্রণীত ও প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে পাঁচটি ভূমিকম্প বসন্ত ঋতুতে সংঘটিত হবার কথা বলা হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর অপর এক পুস্তকে লিখেছেন, বসন্ত বলতে ১৫ই জানুয়ারি হতে ৩১শে মে বুঝতে হবে। বস্তুত বিহারের ভীষণ ভূমিকম্প সন ১৯৩৪ইং সালের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে এবং কোয়েটার ভূমিকম্প ১৯৩৫ইং সালের ৩১শে মে তারিখে সংঘটিত হয়ে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপর দুইবার সত্যতার জ্বলন্ত মোহর মেরে দিয়েছে। এছাড়া ১৯১৪-১৮ এবং ১৯৩৯-৪৫ সালের দুটি মহাযুদ্ধও এর অন্তর্গত কারণ। তিনি বলেছেন, ভূমিকম্প বলতে অন্য বিপদও হতে পারে, যার মধ্যে ভূমিকম্পের ন্যায় ধ্বংসকারী সাদৃশ্য বর্তমান থাকবে। গত দুই মহাযুদ্ধ যে ভূমিকম্পের ন্যায় ধ্বংসকারী ছিল, তা সকলের বিদিত। এই দুটি যুদ্ধের তীব্রতা বসন্ত ঋতুতেই বৃদ্ধি পেত। এই মতে চারটি বিপদ ঘটেছে, কিন্তু আরও এক মহাবিপদ মানবজাতির দ্বারদেশে অপেক্ষা করছে। এ সকল এজন্য হচ্ছে, মানব তার প্রভু খোদাতায়ালাকে পরিত্যাগ করেছে। খোদাতায়ালা তাঁর চিরন্তন নিয়মানুযায়ী প্রেরিত পুরুষের মারফত মানবজাতিকে বিপদ আসবার পূর্বেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়া মানবের পক্ষে কখনও মঙ্গলজনক হয়নি। সুতরাং এখনও তাঁর কল্যাণ লাভের অধিকারী হয়ে বিপদ হতে পরিত্রাণ লাভ করা সকলের কর্তব্য। সত্যকে বুঝার এবং গ্রহণ করার জন্য আল্লাহতায়ালা সবার হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করার দিন।

খাকসার

মহিবুলাহ
সদর মুরুব্বী, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

চট্টগ্রাম, ১৫/৩/৪৮

লেখক পরিচিতি

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের উপর নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের ভাগ্যের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অসংখ্য লেখা (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি যুক্তি

উপস্থাপন করেন যে, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এর বিশ্বাসসমূহকে অবলম্বনের মাধ্যমেই কেবল মানবকূল তার সৃষ্টিকর্তা প্রকৃত খোদার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। কুরআন-এর শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের প্রচারিত রীতি-নীতিই কেবল মানব জাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহতা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে একত্রিত হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ জুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল প্রথম খলিফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল-এর মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুত মসীহ্র (আ.) প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয় এবং তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বে পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ খামেস বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দান করছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর প্রপৌত্র হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া

পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করেনি, অথচ আল্লাহ তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর সত্যতা প্রচন্ড আক্রমণসমূহ দ্বারা প্রকাশিত করবেন।"

পাঁচটি ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়া সম্বন্ধে আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী, যথা:-

'তোমাদের পাঁচবার এই নিদর্শনের বিকাশ দেখাব।' উল্লিখিত ওহীর মর্ম হলো, আল্লাহতায়ালা বলছেন, শুধু এই দাসের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং আমি যে তাঁর প্রেরিত পুরুষ এ যেন মানবজাতি বুঝতে পারে, সেজন্য পৃথিবীতে এরূপ পাঁচটি ধ্বংসকারী ভূমিকম্প কিছুকাল পর-পর হবে যে, সেগুলি আমার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে এবং এর প্রত্যেকটির মধ্যে এরূপ এক বৈশিষ্ট্য থাকবে যে, তা দেখলেই খোদার কথা স্মরণে আসবে এবং তা মানব হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবে। সেটি শক্তি, প্রচন্ডতা এবং ধ্বংসালীলায় এমন অস্বাভাবিক আকারের হবে যে, তা দেখে মানুষ দিশেহারা হয়ে যাবে। খোদার ক্রোধাগ্নি দ্বারা এই সকল সংঘটিত হবে, যেহেতু মানুষ সময়কে চিনেনি। খোদাতায়ালা বলছেন, "আমি গোপন ছিলাম, কিন্তু এবার নিজেকে প্রকাশ করব, আপন লীলা দেখাব এবং স্বীয় দাসদের সেভাবে উদ্ধার করব, যেভাবে মুসা (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের ফেরাউনের হাত হতে উদ্ধার করেছিলাম।" মুসা (আ.) ফেরাউনের সামনে যেভাবে অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেছিলেন, এখনও সেভাবে এটা প্রদর্শিত হবে। খোদাতায়ালা বলছেন, "এখন আমি সত্য

ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য করে দেখাব এবং যে আমার মনোনীত তাকে আমি সাহায্য করব এবং যে আমার প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধাচারী আমি তার বিরুদ্ধাচারী হব। ✷

অতএব হে শ্রোতাগণ! তোমরা স্মরণ রেখো! এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি শুধু সাধারণভাবে পূর্ণ হয়, তাহলে তোমরা আমাকে খোদার প্রেরিত পুরুষ বলে মনে করো না। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার কালে যদি পৃথিবীতে এক মহা বিপর্যয় উপস্থিত হয়, ব্যাকুলতার আতিশয্যে মানুষ পাগলের মত হয়ে যায় এবং অধিকাংশ স্থলে অট্টালিকাগুলি এবং প্রাণীকূল ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে তোমরা সে খোদা সম্বন্ধে ভীত হও, যিনি আমার জন্য এসব প্রদর্শন করেন। প্রতি অণু-পরমাণু যাঁর অধীন, তাঁর কাছ থেকে মানুষ কোথায় পালিয়ে বাঁচবে? তিনি বলছেন, "আমি চোরের মত গোপনে আসব।" অর্থাৎ, আপন মসীহকে তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন বা পরে এ সম্বন্ধে দেবেন, তা ব্যতিরেকে কোন জ্যোতিষী বা মুলহাম (দৈববাণী লাভের দাবিদার) বা স্বপ্নদর্শনকারীকে ঐ সময় সম্বন্ধে কোন সংবাদ দেয়া হবে না। এই নিদর্শনগুলি প্রদর্শিত হবার পরে পৃথিবীতে এক মহা পরিবর্তন আসবে এবং অধিকাংশ, লোক খোদার দিকে আকৃষ্ট হবে এবং অধিকাংশ পবিত্রাত্মাদের হৃদয় হতে দুনিয়ার মোহ কেটে যাবে এবং তাদের মধ্য হতে আলস্যের আবরণ অপসারিত করে তাদের প্রকৃত ইসলামের অমৃতধারা পান করানো হবে। যেরূপ খোদাতায়ালা স্বয়ং বলেছেন:

جودورکی خسروی اغارکردند
مسلمان رامسمان بازکردند

অর্থাৎ, "যখন খসরুর শাসনকাল আসল, মুসলমানদের পুনরায় মুসলমান করা হল।" খসরুর যুগ অর্থে এই অধমের জগদ্বাসীকে খোদার দিকে আহ্বান করার কাল। কিন্তু এ কথার তাৎপর্য পার্থিব রাজত্ব নয়, বরং স্বর্গীয় রাজত্ব, যা তিনি

টিকা : এই সময় একটু তন্দ্রাবেশ অবস্থায় আল্লাহতায়ালা একটি কাগজের উপর লিখিত এই আয়াতটি আমায় দেখান- تلك ايات الكتاب المبين
অর্থাৎ, কুরআন শরিফের সত্যতা সম্পর্কে এটা নিদর্শন হবে।

আমাকে দান করেছেন। এই ইলহামের (ঐশীবাণীর) পরিষ্কার অর্থ হলো, (পৃথিবীর) ষষ্ঠ সহস্র বর্ষের শেষ ভাগে, যখন খসরুর রাজত্ব– অর্থাৎ, মসীহের যুগ আসল, যা খোদার কাছে স্বর্গীয় রাজত্ব নামে অভিহিত এবং সে বিষয়ে পূর্ববর্তী নবীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, তখন যারা বাহ্যত মুসলমান ছিল, যুগের প্রভাবে তারা প্রকৃত মুসলমান হতে আরম্ভ করল, যেমন অদ্যাবধি প্রায় চার লক্ষ ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে। খোদার দরবারে এটা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয় যে, প্রায় চার লক্ষ লোক আমার হাতে আপন কৃত পাপরাশি এবং শিরক (অংশীবাদিতা) হতে তওবা (অনুশোচনা) করেছে এবং বহু সংখ্যক হিন্দু এবং খৃস্টান ইসলাম কবুল করেছে। এমনকি গতকালও একজন হিন্দু আমার হাতে ইসলাম কবুল করেছে। তার নাম মোহাম্মদ ইকবাল রাখা হয়েছে। আমি যখন গতকাল উক্ত ইলহাম মনে-মনে বার-বার আবৃত্তি করছিলাম, তখন সহসা আমার মানসপটে এর নিম্নলিখিত মর্ম প্রতিভাত হল। এটা উপরোক্ত ইলহামের পরবর্তী অংশ:

مقام او مبیی ازراہ تحقیر
بدورانش رسولا نازکردند

"তাঁর পদমর্যাদার প্রতি অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিপাত করো না। তাঁর কার্যকাল সম্বন্ধে নবীগণও গৌরব করে গেছেন।" আবার নিম্নবর্ণিত ওহীতেও খোদাতায়ালা আমার দ্বারা ইসলাম ধর্মের বিস্তারের শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলছেন: يا قمر يا شمس انت مني و انا منك

অর্থাৎ, "হে চন্দ্র এবং সূর্য! তুমি আমা হতে এবং আমি তোমা হতে।" এই ওহীতেও খোদাতায়ালা একবার আমাকে চন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন এবং নিজেকে সূর্য বলে প্রকাশ করেছেন, যার মর্ম হলো, চন্দ্র যেরূপ সূর্যের কিরণ দ্বারা আলোকিত, তদ্রুপ আমার নুরও (আলো) খোদাতায়ালার জ্যোতিতে জোতিষ্মান। আবার খোদাতায়ালা নিজের নাম চন্দ্র রেখেছেন এবং আমাকে সূর্য বলে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ হলো, তিনি স্বীয় তেজষ্মান জ্যোতি আমার দ্বারা প্রকাশ করবেন। তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে জগৎ উদাসীন ছিল, কিন্তু এখন তাঁর

তেজস্মান জ্যোতি আমার দ্বারা জগতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। যেমন আকাশের এককোণে উত্থিত বিদ্যুতের একটি ঝলক মুহূর্তে সারা গগণমন্ডলকে উদ্ভাসিত করে তোলে, তেমনি এই যুগে হবে। খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমার জন্য আমি ধরায় অবতীর্ণ হয়েছি এবং তোমার জন্য আমার নাম সমুজ্জ্বল হয়েছে। তোমাকে আমি সমগ্র মানব জাতির মধ্য হতে মনোনীত করেছি।' তিনি বলেছেন:

قال ربك انه نازل من السماء مايرضيك

অর্থাৎ, "তোমার প্রতিপালক বলছেন, আকাশ হতে এমন প্রচন্ড নিদর্শনমালা অবতীর্ণ হবে যে, তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

এর মধ্যে এদেশে প্রথমত: প্লেগ এবং দ্বিতীয়ত: দুইটি ধ্বংসকারী ভূমিকম্প এসে গেছে, যেগুলি সম্বন্ধে আমি পূর্বেই খোদাতায়ালার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে জগদ্বাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন খোদাতায়ালা বলছেন, পৃথিবীতে আরও পাঁচটি ভূমিকম্প আসবে এবং জগদ্বাসী এদের অসাধারণ প্রচন্ডতা দেখে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এটা খোদাতায়ালার নিদর্শন, যা তাঁর প্রেরিত মসীহ মাওউদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগের জ্যোতিষীরা আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির ঠিক সেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, যেমন- মুসা (আ.)-এর সাথে যাদুকররা করেছিল। আবার কতকগুলি অজ্ঞ মুলহাম, যারা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদের সহগামী হয়েছে। কিন্তু খোদা বলছেন, "আমি সবাইকে লজ্জিত করব এবং এই সম্মান আর কাউকে দিব না।" জ্যোতির্বিদ্যা ও দৈববাণীর সাহায্যে আমার সাথে শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে পারে। আক্রমণের কোন পন্থা যদি এখন কেউ বাকী রাখে, তবে সে কাপুরুষ। খোদা বলছেন, "আমি তাদের সবাইকে পরাজয় দেব। যে তোমার শত্রুতাচারণ করবে, আমি তার শত্রু হব।" তিনি আরও বলেন, "আমার গুপ্তকথা প্রকাশের জন্য আমি তোমাকেই মনোনীত করেছি। আকাশ ও পৃথিবী যেরূপ আমার অনুগামী, তারা একইভাবে তোমারও অনুগামী। তুমি আমার কাছে আমার আরশের তুল্য।" এর সপক্ষে কুরআন শরিফে একটি আয়াত আছে–যা আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসুলদের অন্য সবার

উপর সম্মানের আসন দান করে থাকেন:

لا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول

অর্থাৎ, "ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রকাশ্য জ্ঞান কেবল মনোনীত রাসুলদেরই দেয়া হয়ে থাকে, অপরের এতে কোন অংশ নেই।" অতএব আমার অনুসারীদের কর্তব্য, তারা যেন পদস্খলিত না হয়। যে সকল ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়েছে এবং আমার জামাত বহির্ভূত, তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তা না হয় খোদার ক্রোধে নিপতিত হবে। ভন্ড ভবিষ্যদ্বক্তাদের দ্বারা খোদা প্রকৃত বিশ্বাসীদের পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, এটা দেখার জন্য যে, খোদা ও রাসুলের প্রতি দেয় সম্মান ও ভক্তি বিশ্বাসীগণ তাদের অর্পন করে কি-না এবং তিনি দেখেন, বিশ্বাসীরা প্রদত্ত বিশ্বাসে স্থির থাকেন কি-না।

স্মরণ রেখো! যখন উল্লিখিত পাঁচটি ভূমিকম্প ঘটে যাবে এবং খোদাতায়ালার অভিপ্রেত ধ্বংসলীলা সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন তাঁর করুণাসিন্ধু পুন উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। এরপর কিছুকাল যাবত অসাধারণ ও ধ্বংসকারী ভূমিকম্প আগমনের অবসান ঘটবে এবং প্লেগও আর দেখা দিবে না। এ সম্বন্ধে খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন:

ياتى علي جهنم زمان ليس فنها احد

অর্থাৎ, "এই জাহান্নামের উপর অর্থাৎ– মহামারী ও ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে যাবার পর এমন এক সময় আসবে, যখন এই জাহান্নামের মধ্যে আর একটি প্রাণীও থাকবে না।" নুহ নবী (আ.)-এর যুগে যেমন মহাপাবন হেতু বহু প্রাণনাশের পর এক শান্তির যুগ এসেছিল, বর্তমান ক্ষেত্রেও তদ্রুপ হবে। খোদাতায়ালা এই ইলহামের পর আরও বলেছেন:

ثم يغاث الناس ويعصرون

অর্থাৎ, "পুনরায় মানুষের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে এবং পৃথিবী ধন-ধান্যে পূর্ণ হবে।" এক মহা আনন্দের যুগের প্রবর্তন হবে এবং অসাধারণ বিপৎপাতের অবসান হবে। কেননা মানুষ যেন এটা মনে না করে যে, খোদা কেবল কাহ্হার (শাস্তিদাতা), রহিম (দয়ালু) নয় এবং তাঁর মসীহ (আ.)-কে যেন মানুষ

দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলে বিবেচনা না করে। ✷ মনে রেখো! মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগে মহামারী প্রাদুর্ভাবের প্রয়োজন ছিল এবং ভূমিকম্প ও প্লেগের আগমনের ব্যবস্থা পূর্ব হতে নির্ধারিত আছে। এটা সেই হাদিসের অর্থ–যাতে লিখিত আছে, মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিঃশ্বাসে মানুষ মরবে এবং তাঁর দৃষ্টি যতদূর যাবে, তাঁর ধ্বংসকারী নিঃশ্বাস কার্য করবে। এদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ো না যে, এই হাদিস দ্বারা মসীহ মাওউদ (আ.)-কে ডাইন প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যিনি স্বীয় দৃষ্টির দ্বারা প্রত্যেকের হৃৎপিন্ড বের করে ফেলবেন। বরং এই হাদিসটির প্রকৃত মর্ম হলো, তাঁর প্রাণ সঞ্চারী পবিত্রবাণী যেমন বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হতে থাকবে এবং মানুষ তাঁকে অস্বীকার করতে থাকবে এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে হঠকারিতা দেখাবে, আর গালিগালাজ করবে, খোদার শাস্তিও তেমন তাদের অস্বীকারের ফল স্বরূপ অবতীর্ণ হবে। ✷ এই হাদিসই বলে দিচ্ছে, মানুষ মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ভয়ানক বিরোধিতা করবে। সেজন্য মহামারী ও গুরুতর ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হবে এবং ধরাপৃষ্ঠ হতে শান্তি মুছে যাবে। তা না হলে এর কোন অর্থ হয় না যে, সাধু ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির উপর অকারণ নিত্য-নতুন শাস্তির তুফান বয়ে যাবে। পূর্ববর্তী যুগেও মানুষ এর জন্য প্রত্যেক নবীকে তাদের সৌভাগ্য আকাশের দুষ্টগ্রহ বলে মনে করেছে এবং স্বীয় কলংকের কালিমা তাদের উপর লেপে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, নবী কখনও শান্তি আনে না। বরং কোন জাতি শান্তি লাভের উপযুক্ত

টিকা :

১। মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জন্য আদি হতে এটা-ই অবধারিত আছে, তিনি রুদ্ররূপে প্রকাশিত হবেন। তাঁর দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত কাজ করবে, ততদূর পর্যন্ড় মানুষ মরে যাবে। অর্থাৎ, সে যুগে জেহাদ (ধর্ম যুদ্ধ) ও তরবারি যুদ্ধের অবসান ঘটবে। মসীহ মাওউদ (আ.) এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তরবারির কার্য করবে এবং ধ্বংসকারী নিদর্শনসমূহ আকাশ হতে অবতীর্ণ হবে। যথা, প্লেগ, ভূমিকম্প ইত্যাদি দৈব বিপদাবলী। এরপর খোদার প্রেরিত মসীহ (আ.) জগদ্বাসীর প্রতি কৃপা দৃষ্টি করবে এবং আকাশ হতে করুণাবারি বর্ষিত হবে। মানুষের বয়োবৃদ্ধি ঘটবে এবং পৃথিবী ধন-ধান্যে পূর্ণ হবে।

২। এই হাদিস হতে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, মসীহ (আ.)-এর যুগে ধর্মযুদ্ধ রহিত হয়ে যাবে। সহী বুখারিতেও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর গুণাবলীর মধ্যে এটা লেখা আছে যে,

হলে, যুক্তি দ্বারা তাদের ধ্বংসের পথ হতে সৎপথে ফিরিয়ে আনার চূড়ান্ত চেষ্টা করার জন্য নবীর আবির্ভাব হয় এবং তাঁর প্রকাশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নবীর প্রকাশ না হলে কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ হয় না। কুরআন শরিফে আল্লাহতায়ালা বলেছেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

অর্থাৎ, "যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসুল প্রেরণ করি, ততক্ষণ কোন জাতিকে দন্ডিত করি না।" (১৭ : ১৫)।

তবে একি হল যে, একদিকে মহামারীতে দেশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে এবং অপরদিকে ভূমিকম্পের তান্ডবলীলাও পিছু ছাড়ছে না? ***হে মোহাচ্ছন্ন জগৎ! অনুসন্ধান কর! দেখ তোমাদের মধ্যেও নিশ্চয় কোথাও খোদার প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে *–যাঁকে তোমরা অস্বীকার করছ***। এখন হিজরী শতাব্দীরও ২৪ বৎসর (বর্তমানে ১০৩ বৎসর-চলতিকারক) উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কোন সাবধানকারীর আগমন ছাড়াই একি বিপদ তোমাদের উপর দেখা দিল যে,

---

টিকার বাকি অংশ :

মসীহ মাওউদ (আ.) যখন আসবেন, তখন তিনি ধর্মযুদ্ধ রহিত করে দিবেন। এর প্রকৃত কারণ হলো, মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যখন অনল বর্ষণ হবে এবং লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্লেগ ও ভূমিকম্পের কবলে প্রাণ হারাবে, তখন আর তরবারি দ্বারা মানুষ হত্যা করার কোন প্রয়োজন থাকবে না। খোদা অত্যন্ত মেহেরবান। তিনি একই সময়ে দু'টি কঠিন শাস্তি কোন জাতির উপর অবতীর্ণ করেন না। যথা, দৈব বিপদাবলী ও মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত তরবারি যুদ্ধের অভিশাপ। খোদাতায়ালা কুরআন শরিফে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, এই প্রকার দ্বিবিধ শাস্তি একই সময়ে একত্রীভূত হতে পারে না।

* বর্তমান যুগের জন্য নবী শব্দটির তাৎপর্য খোদাতায়ালা এটা বুঝিয়েছন যে, পূর্ণভাবে আল্লাহতায়ালার সাথে বাক্যালাপের অধিকারী ও তাঁর সম্বোধন দ্বারা সম্মানিত এবং ধর্মের জন্য সংস্কারকরূপে মনোনীত ব্যক্তি। এর অর্থ এমন নয় যে, তিনি কোন নতুন বিধান আনয়ন করবেন। কেননা, শরিয়ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর শেষ হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি তাঁর উম্মত নয়, ততক্ষণ তাঁর প্রতি নবী শব্দের প্রয়োগ অচল। এর অর্থ হলো, পুরস্কার তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগমন দ্বারাই লাভ করেছেন, সরাসরিভাবে নয়।

প্রত্যেক বৎসর তোমাদের বন্ধু ও প্রিয়জনের বিয়োগসাধন ঘটিয়ে তোমাদের অন্তরে বিরহের দাগ দিয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই এরূপ হওয়ার কোন বিশেষ কারণ ঘটেছে। কেন তোমরা অনুসন্ধান কর না এবং কুরআন শরিফের পূর্ববর্ণিত (১৭:১৫)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

আয়াতটি গভীর মনোনিবেশসহ চিন্তা কিরে দেখ না? এর অর্থ হলো, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কোন জাতিকে যুক্তির দ্বারা সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন নবী প্রেরণ করি, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতিকে অসাধারণ শাস্তি দ্বারা দন্ডিত করি না।' এখন তোমরাই চিন্তা করে দেখ, এটা কি অসাধারণ দৈব দুর্বিপাক নয়, যা তোমরা কয়েক বৎসর যাবত ভুগেছ? তোমাদের পিতা-মাতামহগণ যেসব বিপৎপাতের নাম পর্যন্ত কখনও শুনেনি এবং যার তুলনা এদেশের হাজার বৎসরের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায় না–সেসব বিপদে তোমরা নিত্য নিপীড়িত হয়েছ। তোমরা আজ যে প্লেগ ও ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করছ, আমি তা ২৫ বৎসর যাবত কাশ্‌ফী জগতে (দিব্য জগতে) দেখে আসছি। এসব সংবাদ যদি খোদা তায়ালা আমায় পূর্ব হতে না দিয়ে থাকেন, তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। পক্ষান্তরে এসব সংবাদ যদি আজ ২৫ বৎসর হতে আমার পুস্তকাবলীর মধ্যে স্থান লাভ করে থাকে এবং ক্রমাগত পূর্ব হতে এ বিষয়ে আমি সংবাদ দিয়ে থাকি, *তাহলে তোমাদের শঙ্কিত হওয়া উচিত যেন তোমরা খোদা তায়ালার ক্রোধাগ্নিতে নিপতিত না হও। তোমরা অবগত আছ ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী আমি এক বৎসর পূর্বেই খবরের কাগজে প্রচার করে দিয়েছিলাম। এতে শুধু ভূমিকম্পের কথাই ছিল না, বরং ইলহামে এটাও বলা ছিল, পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অট্টালিকাসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ এবং ধূলিস্মাৎ হবে। আমার ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে অক্ষরে-অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, তার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। উক্ত এপ্রিল মাসে পুনরায় খোদাতায়ালার কাছ থেকে

টিকা :

এসব গুরুতর ভূমিকম্পের সংবাদ আমার প্রণীত 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে আজ হতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

ওহী প্রাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেছিলাম, ১৯০৫ সালে ৪ ঠা এপ্রিল তারিখের ভূমিকম্পের তুল্য আরেকটি ভূমিকম্প আবার বসন্তকালেই হবে; তার পূর্বে নয়। তা নিশ্চয় ১৯০৬ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে হবে না। তদনুযায়ী এগার মাস পর্যন্ত আর কোন ভূমিকম্প হয়নি। ১৯০৬ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি রাত্র ১ টার সময় ঠিক বসন্ত ঋতুর মধ্যে এরূপ ভীষণ এক ভূমিকম্প হয়েছিল যে, ইংরেজী সিভিল এন্ড গেজেট প্রমুখ সংবাদপত্র এ কথা স্বীকার করতে হল যে, এটি ১৯০৫ সালের ৪ ঠা এপ্রিল তারিখের ভূমিকম্পের অনুরূপ ধ্বংসকারী। রামপুর, শিমলা ইত্যাদি অনেক স্থানে প্রাণহানি ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এটা সেই ভূমিকম্প ছিল, যার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা এগার মাস আগে ওহী দ্বারা আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন:

یھربھار ائی خدا کی بات بھریوری ھوئ

অর্থাৎ, 'পুনরায় বসন্ত আসল এবং খোদার বাণী আবার পূর্ণ হল।' *

টিকা : বড়ই দুঃখের বিষয়, কতগুলি গোঁড়া মৌলভী হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে, এরূপ পরিষ্কার ভবিষ্যদ্বাণীর উপরও ধূলি নিক্ষেপ করতে চায় এবং মানুষকে প্রতারণা করে বলে যে, ভাবী ভূমিকম্প সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, এটা কেয়ামতের নমুনা স্বরূপ হবে, কিন্তু এই ভূমিকম্পগুলি সেরূপ হয়নি। এর উত্তরে لعنة الله على الكاذ بين অর্থাৎ, 'মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতীর্ণ হয়' ব্যতিরেকে আর কি বলব। আমি পুনপুন আমার পুস্তিকা ও ইশতেহারগুলিতে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছি, কতকগুলি ভূমিকম্প হবে এবং একটি কেয়ামতের নমুনা স্বরূপ হবে অর্থাৎ এতে বহুল পরিমাণে প্রাণহানি ঘটবে। কিন্তু এটাও প্রকাশ করেছি, ১৯০৫ সালের ৪ ঠা এপ্রিল তারিখের অনুরূপ একটি ভূমিকম্প হবে এবং এর সম্বন্ধে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, یھربھار ائی خدا کی بات بھریوری ھوئ অর্থাৎ, 'পুনরায় বসন্তকাল আসল এবং খোদার বাণী আবার পূর্ণ হল।' এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৯০৬ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ভূমিকম্প ঠিক বসন্তকালে হয়েছিল, যাতে ৮ জন মানুষ নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছিল এবং শত-শত ঘর ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই ভূমিকম্প সম্পর্কে ১৯০৬ সালের ১৬ই তারিখে 'পয়সা আখবার' নামক সংবাদপত্রের ৫ম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে লেখা হয়েছে, "১৯০৬ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি তারিখের রাত্রে দুধপুর মৌজায় আম্বালা জেলার অন্তর্গত জমকধারী গ্রামের সমস্ত বাসিন্দারা, যারা রাতে ঘুমিয়েছিল, ভূমিকম্পে প্রাণ ত্যাগ করেছে। মাত্র তিন জন বেঁচেছে এবং সাহারানপুর জেলায় একটি শুষ্ক কূপ উক্ত ভূমিকম্পের ফলে জলে ভরে গেছে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বসন্ত ঋতুতেই ভূমিকম্প হল। অতএব চিন্তা করে দেখ, খোদা ছাড়া আর কার ক্ষমতা আছে যে, এরূপ পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে? আমার আয়ত্বাধীনে পৃথিবীর স্তরগুলো নয় যে, এগার মাস ধরে তাদের ধরে রেখে আবার ১৯০৬ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারির পর একটি বিষম ধাক্কা দিয়ে ভূমিকম্প উৎপন্ন করলাম। অতএব, হে বন্ধুগণ! তোমরা স্বচক্ষে এই দু'টি ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করেছ। সুতরাং এখন তোমাদের জন্য এটা বুঝা সহজ হবে, আরও পাঁচটি ভূমিকম্প সম্বন্ধীয় সংবাদ বাজে গল্প নয় এবং তোমরা এটাও বুঝতে সক্ষম হবে, মানব বুদ্ধির জন্য যেমন এটা ধারণা করা সম্ভব নয়, এগার মাস পর্যন্ত এপ্রিল মাসের ন্যায় আর কোন ভূমিকম্প না এসে ঠিক ১৯০৬ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি তারিখের পরে আসবে, তখন এটাও মানুষের ধারণা শক্তির বহির্ভূত, এরপর ৫টি ভূমিকম্প হবে, যদ্বারা খোদাতায়ালা আপন রূপের প্রকাশ করবেন। এমন কি– যে ব্যক্তি খোদার অস্তিত্বে সন্দিহান, সে-ও এটা দেখে বিশ্বাসের দিকে আকৃষ্ট হবে। এরপর জগতে শান্তি স্থাপিত হবে এবং পৃথিবী তার সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসবে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আর এরূপ ভূমিকম্প হবে না। আপনারা বুঝতে সক্ষম হবেন, কোন প্রকারের ভূ-তত্ত্ব বিদ্যার সাহায্যে পৃথিবীর স্তরগুলো সম্বন্ধে এরূপ পরিষ্কার ও বিস্তারিত সংবাদ দিতে পারা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে খোদা জমিন ও আসমানের মালিক, তিনি আপন প্রিয় রাসুলদের এই সকল গোপন সংবাদ দিয়ে থাকেন; সর্বসাধারণকে এসব গোপন সংবাদ দেন না। এর দ্বারা মানব জাতিকে তিনি নাস্তিকতা হতে বাঁচিয়ে বিশ্বাসের পথে আনেন ও নরকাগ্নি হতে মুক্তি দেন। অতএব তোমরা শ্রবণ কর, আমি জমিন ও আসমানকে সাক্ষী রেখে বলছি, "আমি আগত পাঁচটি ভূমিকম্পের সংবাদ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিলাম, যেন তোমাদের বলার আর কিছু না থাকে এবং অজ্ঞান তিমিরে তোমাদের মৃত্যু না হয়।" হে বন্ধুগণ! খোদার সাথে যুদ্ধ করতে যেও না, কারণ এ যুদ্ধে কখনও জয়ী হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা কোন জাতির কাছে তাঁর পক্ষ হতে সাবধানকারী নবী প্রেরণ করেন এবং সেই নবী তাদের মধ্যে প্রকাশিত হন, ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ কঠিন শাস্তি তিনি তাদের উপর অবতীর্ণ করেন না। খোদার চিরন্তন নিয়ম হতে তোমরা জ্ঞানলাভ কর এবং অনুসন্ধান কর– তিনি কে এবং কোথায়

আছেন, যাঁর জন্য তোমাদের চোখের উপর রমজান মাসের আকাশে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হল এবং ভূপৃষ্ঠে মহামারী দেখা দিল এবং ভূমিকম্প আসল। কে সেই ব্যক্তি, যিনি এই সংবাদগুলি ঘটার পূর্বেই তোমাদের শুনিয়েছিলেন এবং কে দাবি করেছেন, "আমি মসীহ মাওউদ" (আ.)? তাঁর অনুসন্ধান কর। তিনি তোমাদের মধ্যেই অবস্থিত আছেন এবং তিনি এই ব্যক্তি, যাঁর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে:

ولا تايئسوا من روح الله انه لا يا يئس من روح الله الا لقوم الكافورن

অর্থাৎ, "তোমরা রুহুল্লার (পবিত্রাত্মার) দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর না। নিশ্চয় অবিশ্বাসীরা ছাড়া অন্য কেউ রুহুল্লার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।"

আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করেছিলাম, কিন্তু অদ্য বৃহস্পতিবার ১৯০৬ সালের ৫ই মার্চ তারিখে সকালে পুনরায় ইলহাম হল- خدا نكلنے كو هے অর্থাৎ- "খোদা প্রকাশোন্মুখ।"

انت مني بمنز لة بروز وعد الله لا يبدل

অর্থাৎ- "তুমি আমার কাছে আমার বরুজতুল্য। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কখনও পরিবর্তিত হয় না।" এর মর্ম হলো, খোদাতায়ালা এই পাঁচটি ভূমিকম্প দ্বারা স্বীয় শক্তির বিকাশ করবেন এবং আপন অস্তিত্ব সপ্রমাণিত করবেন। "তুমি আমার কাছে এরূপ যেন আমি প্রকাশিত হয়েছি।" অর্থাৎ- তোমার প্রকাশ আমার প্রকাশেরই নামান্তর হবে। এটা খোদার প্রতিজ্ঞা, তিনি পাঁচটি ভূমিকম্পের দ্বারা স্বীয় অস্তিত্বের বিকাশ দেখাবেন এবং খোদার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। নিশ্চয়ই এটি পূর্ণ হবেই হবে।

স্মরণ রেখো! ভবিষ্যদ্বাণী দুই প্রকারের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ওইদ (শাস্তি সম্বন্ধীয়), যা কেবল শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে করা হয় । এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী যদি খোদার পক্ষ হতে হয় এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তা শুনে শঙ্কিত হয়ে অনুতাপ করে এবং সদকা দেয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে এটা রহিত হয়ে যেতে পারে। যেমন ইউনুস (আ.)-এর কাছে শাস্তিকল্পে বলা হয়েছিল, "৪০ দিনের মধ্যে তোমার জাতির উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে

শর্তহীন ছিল। তবুও ইউনুস (আ.)-এর জাতি, অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় এবং ভীত-বিহ্বল হওয়ায় খোদাতায়ালা তাঁর শাস্তি দান রহিত করে দিলেন এবং এরূপ শর্তহীন ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয়ে গেল। এতে ইউনুস (আ.) বড়ই সঙ্কটে পড়লেন। মিথ্যাবাদী সেজে আপন স্বজনদের মুখ দেখানো আর তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না। শাস্তি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুতাপ ও সদকা দ্বারা রহিত হওয়া এরূপ একটি সাধারণ ব্যাপার যে, কোন জাতি বা ফিরকার মধ্যে সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা নেই। কারণ সকল নবী এ সম্বন্ধে একমত যে– অনুতাপ, সদকা ও খয়রাত দ্বারা বিপদ নিবারিত হতে পারে। অতএব এটা সুস্পষ্ট, যে বিপদ খোদাতায়ালা কারও উপর অবতীর্ণ করতে জানে, সে সম্বন্ধে যদি নবীর কাছে পূর্ব হতে সংবাদ দেয়া হয়, তবে তাকেও ওইদ বা শাস্তি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী বলে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যদি নবীকে খোদাতায়ালা পূর্ব হতে সংবাদ না দেন, তাহলে বুঝতে হবে, তিনি এটা গোপন রাখতে চান। যে সকল মৌলভী আপত্তি করে বলে যে, ডেপুটি আবদুলা আথম ১৫ মাসের মধ্যে মরেনি, তার পরে মরেছে, তারা স্বীয় মুর্খতাকে কিরূপ উলঙ্গ ভাবেই-না প্রকাশ করে। তারা ভুলে যায়, এটা ওইদ–অর্থাৎ, শাস্তি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। অধিকন্তু এটা ওইদ–অর্থাৎ, শাস্তি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আর তা ইউনুস (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মত শর্তহীন ছিল না। এর সাথে এই শর্ত সংযুক্ত ছিল, যদি না সে সত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়– অর্থাৎ, তার অন্তর সত্য হতে বিমুখ থাকার শর্ত সাপেক্ষে ১৫ মাসের মধ্যে তার মৃত্যু হবে। কিন্তু খৃস্টানরা প্রত্যক্ষ করেছে, যে মজলিসে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী শুনানো হয়েছিল, সেই মজলিসেই সে সত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং ভীতি প্রকাশ করেছিল। মার্টিন ক্লার্কের দ্বিতল গৃহের উপর যখন আমি তর্ক আলোচনা শেষ করে ৬০ / ৭০ জন দর্শকের সামনে, যাদের মধ্যে মুসলমান ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক উপস্থিত ছিলেন, আমি উচ্চঃস্বরে বললাম, "আপনি আপনার অমুক পুস্তকে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নাউযুবিলাহ দাজ্জাল নামে অভিহিত করেছেন, তাই খোদাতায়ালা ইচ্ছা করেছেন, তিনি আপনাকে ১৫ মাসের মধ্যে বিনষ্ট করবে যদি না আপনি সত্যের দিকে আকৃষ্ট হন।" তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভীতিবিহ্বল চিত্তে, পাংশুমুখে জিভ কেটে, দুই হাত কানে ঠেকিয়ে, কাঁপতে-

কাঁপতে অপরাধীর মত অনুতপ্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল, "আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কখনও দাজ্জাল বলিনি।" আমার মনে হয় তখন সে মজলিসে ৩০ জনেরও বেশি খৃস্টান উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক অন্যতম। তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই তিনি সত্য গোপন করবেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া এটাও একটি সর্বজনবিদিত সত্য, এই ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর হতে ডেপুটি আবদুলা আথম শঙ্কাকূল চিত্তে অস্থিরভাবে সময় পার করেছিলেন এবং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাবে পাগলের ন্যায় হয়ে অধিকাংশ সময় তিনি ক্রন্দনরত থাকতেন। এরপর ইসলামের বিপক্ষে আর একটি ছত্রও তিনি লিখেননি। এই অবস্থায় কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমি ক্রমাগত ইশতেহার দিয়ে তাঁর উপর যুক্তি পেশ করেছিলাম এবং আমি এটা লিখেছিলাম, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শর্তানুযায়ী তিনি সত্যের দিকে যদি আকৃষ্ট না হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি যেন তা শপথ করে প্রকাশ করেন। আমি তাহলে অঙ্গীকার করছি, তাঁর শপথ গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তেই তাঁকে আমি চার হাজার টাকা দ্বিধাহীন চিত্তে দিয়ে দেব। খৃস্টানদের দ্বারা শপথ গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত হয়ে তিনি শপথ গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত হয়েও কিন্তু শপথ গ্রহণ করেননি। এ কথা বলে তিনি তা পাশ কাটিয়ে যান যে, "শপথ গ্রহণ আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ।" কিন্তু বাইবেলে এটি উল্লেখ আছে–পিটার, জন এবং স্বয়ং যীশু খৃস্টও শপথ গ্রহণ করেছিলেন। অতএব তা কেমন করে অবৈধ হল? এখন পর্যন্ত খৃস্টানদের আদালতে এজাহার দেয়ার সময় শপথ গ্রহণ করতে হয়। অপর ধর্মাবলম্বীদের জন্য শুধু সত্য পাঠের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এরূপ ওজর আপত্তি করেও তিনি মৃত্যু এড়াতে পারলেন না। মৃত্যু ব্যাধি তাঁকে পূর্ব হতে আক্রমণ করেছিল এবং আমার ইশতেহারে লেখা অনুযায়ী আমার শেষ ইশতেহার প্রচারিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

আমার বিরুদ্ধবাদী মৌলভীদের আপত্তি এইখানে। তারা তাদের কুরআন ও হাদিসলব্ধ জ্ঞানকে বিসর্জন দিয়েছে। তারা এখন পর্যন্ত ওইদ বা শাস্তি সম্বন্ধীয় এবং ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেনি।

ইউনুস নবীর কাহিনী সম্বন্ধে তারা এখন পর্যন্ত অবিদিত, যা বিশদ ব্যাখ্যাসহ 'দুররে মনসুর' পুস্তকেও লিপিবদ্ধ আছে। যেহেতু তারা সৎ মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত নয়, সেজন্য আপত্তি উত্থাপনকালে তাদের মানসপটে আমার সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আদৌ উদিত হয় না, যেগুলি সংখ্যায় বার হাজারেরও বেশি এবং যথার্থভাবে সবগুলো পূর্ণ হয়েছিল। কোন ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী কথিত সময়ে পূর্ণতা লাভ না করলে, তারা এরূপ হৈ-চৈ আরম্ভ করে দেয়, যা দেখে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐশী গ্রন্থগুলিতে তাদের আদৌ বিশ্বাস নেই। আমার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে তারা সমগ্র নবীকূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে। মূর্খ তারা, যারা একথা বুঝে না যে, ডেপুটি আবদুলা আথম যদিও ১৫ মাসের মধ্যে মরেনি, তবু তার কয়েক মাস পরেই তিনি আমার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণীতে একথা পরিষ্কারভাবে বলা ছিল, মিথ্যাবাদী সত্যবাদীর সমক্ষে মৃত্যুর কবলে নিপতিত হবে। তার দাবি ছিল খৃস্টধর্ম সত্য। আমার দাবি ছিল ইসলাম সত্য। বস্তুত খোদাতায়ালা তাকে আমার সম্মুখে ধ্বংস করে আমার দাবির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঘটনার এই বিশেষ দিকটা বাদ দিয়ে বার-বার ১৫ মাসের কথা উলেখ করায় কি আলেমকূলের ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় বাড়ছে? তারা কেন চিন্তা করে না, ইউনুস নবী (আ.) এক শর্তহীন শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ৪০ দিনের মধ্যে তাঁর জাতির উপর অবশ্যই শাস্তি অবতীর্ণ হবে। কিন্তু তা হয়নি। কিন্তু তিনি তাঁর জাতির বহু ব্যক্তির সামনেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন। হায়, কি পরিতাপের বিষয়! যদি এই সকল আলেম সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হতো, তাহলে আথমের ঘটনার পর লেখরাম সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যার মধ্যে কোন শর্তের নাম গন্ধও ছিলনা এবং যাতে পরিষ্কার ভাষায় লেখরামের মৃত্যুর সময় ও প্রকার বর্ণনা করা হয়েছিল, তা যথাযথভাবে পূর্ণ হতে দেখে তারা কিভাবে গভীর চিন্তান্বিত হয়ে পড়ত। কিন্তু গোঁড়ামিতে যাদের হৃদয় অন্ধ, তারা কেমন করে চিন্তা করবে? ন্যায়-বিচারের লেশমাত্র যদি তাদের অন্তরে বাকি থাকত তাহলে বুঝার জন্য তাদের সামনে একটি অত্যন্ত সহজ পথ ছিল। যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হয়নি বলে তাদের অভিযোগ, যদি সেগুলিকে একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করে আমার সামনে ধরত এবং পূর্ণতা-প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে আমার কাছে

প্রমাণ চাইত। তাহলে এরূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রকৃত তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ত। আমি খোদার কসম করে বলছি, তাদের দিক থেকে আপত্তি করার মত মাত্র ২/১ টি শাস্তি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ঐগুলি আবার শর্তযুক্ত ছিল। সাময়িক ভীতির কারণে তাদের পূর্ণতার কাল পিছিয়ে গিয়েছিল। এটা খোদাতায়ালার চিরন্তন বিধান, অনুতাপ, দান, সদকা ও প্রার্থনা দ্বারা শাস্তি রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এগুলির বিপক্ষে আমার বার হাজারের অধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যার সত্যতা সম্বন্ধে লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তি সাক্ষী আছে। কেবল এক সম্প্রদায়ের নয়–বরং হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান সব সম্প্রদায়ের লোকই এটা স্বীকার করতে বাধ্য। অতএব এরূপ এক বিরাট সংখ্যক পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী, যার সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করে মাত্র শাস্তি সম্পর্কীয় দুই-একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে খোদার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী পূর্ণতা লাভে বিলম্ব ঘটতে দেখে, সেগুলিকে বারংবার আওড়ে সত্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে অলীক বলে ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দেয়া কি ইমানদারীর পরিচয়? এরূপ করলে কোন নবীরই নবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা প্রত্যেক নবীর জীবনেই অনুরূপ ঘটনার উদাহরণ আছে। তাই আমি বলে আসছি, তারা ধর্ম ও সত্যের শত্রু। এখনও তাদের মধ্য হতে কোন দল যদি স্বচ্ছ হৃদয়ে আমার কাছে আসে, তাদের ভ্রান্তি ও সন্দেহ দূর করতে আমি সদা প্রস্তুত আছি। আমি তাদের দেখাব, খোদাতায়ালা আমার অনুকূলে কেমন এক বিরাট সৈন্যদলের ন্যায় বহু সংখ্যক পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী শ্রেণীবদ্ধভাবে সমাবেশ করে রেখেছেন, যাদের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এই মূর্খ মৌলভীর দল যদি দেখে-শুনে অন্ধ সাজে, তাতে বলার কিছু নেই। সত্যের তাতে বিন্দু পরিমানও ক্ষতি হবে না। বরং সে সময় অতি নিকটে, যখন অনেক ফেরাউনী প্রকৃতিবিশিষ্ট (অহঙ্কারমত্ত) ব্যক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বিশেষ মনোনিবেশসহ অনুধাবন করার জন্য বিনাশ হতে রক্ষা প্রাপ্ত হবে। খোদাতায়ালা বলেছেন, ***"আমি আক্রমণের পর আক্রমণ করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার সত্যতা মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট করে দেই।" অতএব হে মৌলভীগণ! খোদার সাথে তোমাদের যদি যুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকে, তবে তা কর। আমার পূর্বে এক অসহায় ব্যক্তি মরিয়ম তনয়ের বিরুদ্ধেও ইহুদিগণ কি না করেছিল?*** ভ্রান্ত খেয়ালের বশবর্তী হয়ে তারা তাঁকে শূলে পর্যন্ত দিয়েছিল, কিন্তু খোদা

তাঁকে শূলের মৃত্যু হতে পরিত্রাণ করেছিলেন। এক যুগ গেছে, যখন লোকে তাঁকে মিথ্যাবাদী ও ভন্ড বলে মনে করত। আবার এক যুগ এসেছে, এখন মানব-হৃদয়ে তাঁর এরূপ কল্পনাতীত সম্মান বেড়ে গেছে যে, জগতের ৪০ কোটি (বর্তমানে কয়েকশ' কোটি–চলতিকারক) মানব আজ তাঁকে খোদা বলে মানছে। যদিও এই লোকগুলি একটি অসহায় ব্যক্তিকে খোদা বানিয়ে মহাপাপ করেছে, তবুও এটা ইহুদীদের কার্যের জবাব! তারা যাঁকে একজন মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করে পদতলে দলিত করতে চাচ্ছিল সে মরিয়ম তনয় ইসা (আ.) এরূপ অসম্ভব সম্মানের অধিকারী হয়ে পড়েছেন যে, আজ ৪০ কোটি মানব (বর্তমানে কয়েকশ' কোটি–চলতিকারক) তাঁকে সেজদা করছে এবং সম্রাটগণ পর্যন্ত তার নাম শ্রবণে (ভক্তিভরে) মস্তক অবনত করে দেয়। খোদাতায়ালার কাছে আমি যদিও প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমি যেন ইসা (আ.)-এর মত পূজার পাত্র হয়ে না যাই এবং আমি বিশ্বাস করি, খোদাতায়ালা তা মঞ্জুর করবেন। তবুও খোদাতায়ালা আমাকে বারবার জানিছেন, **তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপুত করে দিবেন। তিনি আমার অনুসরণকারীদের জামাতকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদের সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীরা এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে, তারা স্ব-স্ব সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সবার মুখ বন্ধ করে দেবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার সজ্ঘ জামাত ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বাধা দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হতে অপসারিত করে দেবেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।** খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, ***"তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করতে থাকব। এমন কি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ খুঁজবে।"*** *

টিকা : 'কাশফ বা দিব্যজগতে আমায় সেই সম্রাটদের দেখানো হয়েছে, যারা অশ্বারূঢ় ছিল। তাদের সম্বন্ধে আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, তারা সেই সকল ব্যক্তি যারা আপন স্কন্ধে তোমার আনুগত্যের জোয়াল উঠাবে। খোদা তাদের বহু কল্যাণ দান করবেন।"

অতএব হে শ্রোতৃবর্গ! এই কথাগুলি স্মরণ রেখো! এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আপন-আপন সিন্দুকে সুরক্ষিত করে রাখ। এটি খোদার বাণী। একদিন তা পূর্ণ হবেই হবে। আমি আপন চিত্তে কোন ভাল দেখি না এবং যে কাজ আমার করা উচিত ছিল, তা আমি করিনি। আমি নিজেকে একজন অযোগ্য ভৃত্য বলে মনে করি। এটি শুধু খোদার অনুগ্রহ, যা আমার মধ্যে সংযুক্ত হয়ে গেছে। ***অতএব সহস্র-সহস্র কৃতজ্ঞতা সেই মহাশক্তিশালী এবং পরম দয়ালু খোদার প্রতি, যিনি অধীনকে তার একান্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও গ্রহণ করেছেন।***

صجب دارم ازلفت کردیکار
یزیرفتة من خاکسار
یسند یدکان بجائ رسند
زما کمتر انت جه امدیسند
جون ازقطرة خلق بیداکنی
همیی عادت این جاهویداکني

অর্থাৎ- "আমি তোমার কৃপায় অবাক হয়ে যাই যে, আমার মত অযোগ্যকে তুমি কবুল করেছে। যারা মনোনীত জন, তারা গন্তব্য-স্থানে পৌঁছে। (কিন্তু) আমার মত ক্ষুদ্রকে তুমি কেমন করে মনোনীত করলে? যেমন বিন্দু হতে তুমি সিন্ধু সৃষ্টি করে থাক, এ স্থলে কি তোমার সেই মহিমারই বিকাশ দেখিয়েছ ?"

একটি কথা বাকী রয়ে গেছে। উল্লিখিত ইলহামে যে, ان وعد الله لا يبدل

অর্থাৎ, 'আল্লাহর প্রতিজ্ঞা টলে না' কথাগুলি সন্নিবেশিত আছে, তা ইঙ্গিত করছে, পাঁচটি ভূমিকম্প ঘটানো খোদাতায়ালার একটি প্রতিজ্ঞা, যা সংঘটিত হবেই হবে। যে ব্যক্তি অনুতাপ করবে এবং এখন থেকে খোদাতায়ালার সাথে সন্ধি করবে এবং যার অন্তর হতে অহঙ্কারের শেষ স্ফুলিঙ্গ পর্যন্ত নিভে যাবে, খোদা তার ওপর দয়া প্রদর্শন করবেন। কিন্তু দয়া প্রদর্শনের অর্থ এটি নয় যে, পাঁচটি ভূমিকম্পের আগমন রহিত হয়ে যাবে। তা কখনও হবে না। ভূমিকম্প আসবে। তবে উক্ত ব্যক্তিগণ এর আঘাত হতে রক্ষাপ্রাপ্ত হবে, কারণ খোদার এরূপ প্রতিশ্রুতি আছে। তিনি কখনও আপন প্রতিশ্রুতি ভুলেন না। তাঁর ওইদ (শাস্তি) রহিত হতে পারে, কিন্তু ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) রহিত হয় না। আরও

একটি উল্লেখযোগ্য কথা এখানে বলার আছে। স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, ইতোপূর্বেই যখন আমার সত্যতার সপক্ষে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে এবং তাদের সংখ্যাও সহস্রের বহু উর্ধ্বে চলে গেছে, তখন আবার মহামারী, প্লেগ এবং ধ্বংসকারী ভূমিকম্পের কি প্রয়োজন? এত অধিক সংখ্যক নিদর্শন কি যথেষ্ট ছিল না?

এই প্রশ্নের দুই ধরনের উত্তর আছে। প্রথমত : মানুষের স্বভাব হলো, দয়ার নিদর্শনগুলি হতে সে বিশেষ লাভবান হতে পারে না এবং গোঁড়ামীর জন্য সে অন্য প্রকার ছোট-ছোট নিদর্শনগুলি কোন না কোন ছল করে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এভাবে সে সত্যকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য হতে নিজেকে বঞ্চিত করে। বর্তমান ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। সহস্য-সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও মানব হৃদয়ে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা দেয়নি। আমার রচিত 'নযুলে মসিহ' নামক পুস্তক পাঠ করলে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, খোদা নিদর্শন দেখাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি। বন্ধুদের বুঝার জন্যও নিদর্শন হয়েছে এবং শত্রুদেরর সাবধানের জন্যও। এভাবে আমার ও আমার বংশধরগণ সম্পর্কে নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। বস্তুত পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে যেরূপ সমুদ্র বিরাজিত, সেরূপ এই সিলসিলাও খোদার নিদর্শনে পরিপূর্ণ। এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না, যেদিন কোন না কোন নিদর্শন প্রকাশিত না হয় এবং প্রত্যেক নিদর্শন ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সংশিষ্ট। আমি দশ সহস্র ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মাত্র উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছি। বরং সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হলে একটি বিরাট পুস্তকেও সংকুলান হবে না। এরূপ সহস্র ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ কি কোন মিথ্যাবাদীর জীবনে ঘটতে পারে? খোদাতায়ালা দৈনন্দিন নব-নব নিদর্শন প্রকাশের দ্বারা আমার বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা ক্রমশ হীন করে এনেছেন। আমি তাঁর কসম করে বলছি, তিনি যেমন হযরত ইব্রাহিম (আ.), ইসহাক (আ.), ইসমাইল (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.) ও ইসা (আ.)-এর মত নবীদের সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন এবং তাঁদের সবার উপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন এবং তার ওপর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং পবিত্র ওহী অবতীর্ণ

করেছিলেন, এমনি আমাকেও তিনি তাঁর পবিত্র বাণী দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমার এ সম্মান শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ দ্বারাই লাভ হয়েছে। *আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হতো, তা হলেও আমি কখনও খোদার সাথে বাক্যালাপ ও তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদী নবুওয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুওয়াতের দরজার বন্ধ হয়ে গেছে। নব বিধান নিয়ে কোন নবী আসতে পারেন না। কিন্তু বিধান (শরিয়ত) বিহীন নবী আসতে পারেন, যদি তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামী হন। এভাবে, আমি একাধারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতী এবং নবী। আমার নবুওয়াত–অর্থাৎ ঐশীবাণী লাভ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রতিবিম্বস্বরূপ। তাঁর নবুওয়াতকে বাদ দিয়ে আমার নবুওয়াতের কোন অস্তিত্ব নেই। এটা সেই মুহাম্মদী নবুওয়াত, যা আমার মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। যেহেতু আমি প্রতিবিম্ব স্বরূপ এবং উম্মতি, সেজন্য এতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন সম্মানহানি ঘটে না। আমার ঐশীবাণী লাভ এক বাস্তব ব্যাপার। যদি এতে আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি, তাহলে আমি কাফের হয়ে যাব এবং আমার পরকাল নষ্ট হয়ে যাবে। যে সমস্ত বাণী আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে, তা নিশ্চিত ও দ্বিধাহীন। যেমন সূর্য এবং রশ্মিকণা–এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় না, তেমনি আমার নিকট যে সকল ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়, সেগুলি সম্বন্ধেও আমার মনে কোন সন্দেহ হতে পারে না। ঐশী গ্রন্থে আমি যেরূপ বিশ্বাসী, এগুলো সম্বন্ধেও* আমি তদ্রূপ বিশ্বাসী। এটা সম্ভব যে, আল্লাহর বাণীর অর্থ করতে আমি কোথাও সাময়িক ভুল করতে পারি। কিন্তু এটা সম্ভব নয়, তা আল্লাহর বাণী হওয়া সম্বন্ধে আমি সন্দেহ করি। আমি সেই ব্যক্তিকে নবী বলে মনে করি, যাঁর উপর বহুল পরিমাণে নিশ্চিত এবং দ্বিধাহীন ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়। খোদা তাই আমার নাম নবী রেখেছেন। কিন্তু আমার কোন পৃথক বিধান নেই, যেহেতু কেয়ামত (মহা-প্রলয়) পর্যন্ত কুরআনই একমাত্র বিধান পুস্তক। যে সকল ঐশীবাণী আমার কাছে অবতীর্ণ হয়, সেগুলির মধ্যে এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। স্বীয় জ্যোতি-প্রভায় সেগুলি

জ্যোতিষ্মান। লৌহ-শলাকার ন্যায় গভীরভাবে সেগুলি একেবারে অমার হৃদয়-কন্দরে প্রবিষ্ট হয় এবং স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে আমাকে শক্তিমান করে তোলে। তা মধুর, প্রাঞ্জল, আনন্দদায়ক এবং ঐশী ভীতি উদ্দীপক। অজ্ঞাত ভবিষ্যতের বর্ণনায় তাতে কোথাও কার্পণ্যের লেশমাত্র নেই। বরং এর মধ্য দিয়ে অজানা কাল ও যুগের বর্ণনার এক ফল্গুধারা বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে যারা ইলহামের দাবি করে থাকে, তাদের ইলহামের মধ্যে এমন ভবিষ্যতের সংবাদের প্রবাহ ও খোদার রহস্যধারার কোন সন্ধান মিলে না। খোদার শক্তি ও মহিমার ছায়াস্পর্শও ঐগুলিতে লাগেনি। এছাড়া তারা নিজেরাই এ কথা স্বীকার করে, তাদের ইলহামগুলি রহমানি না শয়তানী, তা তারা অবগত নয়। এজন্য তাদের সাধারণ বিশ্বাস হলো, ইলহাম সূক্ষ্ম চিন্তার ফল মাত্র। এটা তারা নিশ্চিত করে বলতে পারে না, এগুলির উৎস খোদা না শয়তান। এই প্রকার ইলহাম নিয়ে গৌরব করা লজ্জার কথা, যার মধ্যে এমন কোন জ্যোতি নেই, যদ্বারা এটা নিঃসংশয়ে বুঝা যেতে পারে যে, এটা নিশ্চয় খোদার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শয়তানের সাথে এর কোন সংস্রব নেই। খোদা পবিত্র এবং শয়তান অপবিত্র। অতএব এটা আশ্চর্য রকমের ইলহাম যে, তা পবিত্র ধারা হতে নির্গত হয়েছে কি অপবিত্র ধারা হতে, তা বোঝা যায় না। দ্বিতীয় বিড়ম্বনা এই, যদি কেউ শয়তানী ইলহামকে আল্লাহর নিকট হতে পাওয়া জেনে তা অনুযায়ী কার্য করে বা ঐশীবাণীকে শয়তানী জেনে কার্য হতে বিরত হয়, তাহলে উভয় কার্যেরই ফল নিশ্চিত বিনাশ। এমতাবস্থায় উক্ত প্রকারের ইলহাম এক মহা বিপদের ফাঁদস্বরূপ, যার ফল মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরন্তু এটি ইসলামের জন্য এক কলঙ্ক যে, বনী ইসরাইলদের মধ্যে এমন বিশ্বাসযোগ্য ইলহাম হত, যদ্বারা নির্দেশ লাভ করে মুসা (আ.)-এর মাতা তাঁর সদ্যপ্রসূত শিশু সন্তানটিকে নিশ্চিত নির্ভরতায় স্বহস্তে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন, তবুও মূহুর্তের জন্য স্বীয় ইলহামের সত্যতা সম্বন্ধে সন্ধিহান হননি বা তাকে কল্পনার বিকার বলে মনে করেননি এবং খেজের নবী (আ.) একটি শিশুকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলেছেন, অথচ এই অনুগৃহীত উম্মতের ভাগ্যে এটুকু সম্মান লাভও ঘটল না, যা বনী ইসরাইল বংশীয় স্ত্রীলোকদের ভাগ্যে ঘটেছিল! তাহলে-

صراط الاذين انعمت عليهم

অর্থাৎ, "অনুগৃহীতদের পথে আমাকে চালিত কর"- আয়াতের তাৎপর্য কি হল? শয়তানী না রহমানি– না জানা কল্পনার বিকারের নামই কি তবে পুরস্কার? উত্তর এই, যদিও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘটনা সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাও নবীদের সত্যতার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কেননা প্রাচুর্য ও প্রাঞ্জলতায় অপরের এই প্রকারের ভবিষ্যদ্বাণীর সমকক্ষতা করতে পারে না; তবুও যাদের মন প্ররোচণা এবং সন্দেহে পূর্ণ, তারা কোন না কোনও ভ্রমে নিপতিত হয়। যথা, যদি কোন নবীর প্রার্থনার ফলে কারও সন্তান লাভ হয় অথবা সেই নবী সন্তান লাভের সুসংবাদ দান করেন এবং তা অনুযায়ী সন্তান জন্মায়, তখন অনেক লোক বলে উঠে, এটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়; অনেক স্ত্রীলোকের কাছেও তার বা তার আত্মীয় সম্বন্ধে এরূপ সন্তান লাভের স্বপ্ন এসে থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে সন্তান লাভও হয়। তা বলে কি এ স্ত্রীলোককে নবী, রাসুল বা মুহাদ্দেস বলে মানতে হবে? যদিও তাদের এমন আপত্তি ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা, তবুও মূর্খের মুখ কে বন্ধ করবে? আমি এজন্য তাদের মিথ্যাবাদী বলি, কারণ আমি এ কথা বলিনি যে, একটি কথা বা কালে–ভদ্রে কোন একটি মাত্র ঐরূপ ঘটনার দ্বারা কারও 'আল্লাহর প্রেরিত' হওয়া প্রমাণিত হয়। তাহলে প্রত্যেক স্বপ্ন-দর্শনকারী ব্যক্তি খোদার মনোনীত হয়ে পড়ে। প্রথমত দাবি পেশ করা চাই, তারপর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এত অধিক সংখ্যক এরূপ অর্থপূর্ণ হবে যে, আপামর জনসাধারণের স্বপ্ন ও ইলহামের সাথে এর কোন তুলনা হবে না। আমার ছোট-ছোট ঘটনা সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী, যেগুলিকে খোদাতায়ালা পূর্ণতা দিয়েছেন, তাদের সংখ্যা কয়েক সহস্রের উপর হবে। সংখ্যা ও সুস্পষ্টতায় কে এদের সমকক্ষতা করে দেখিয়েছে? কিছুদিন হল এক হতভাগ্য মূর্খ আপত্তি তুলেছিল, আমার একান্ত অনুগত হাকিম নুরুদ্দিন সাহেবের পুত্রের কেন মৃত্যু হয়? এরূপ আপত্তি গোঁড়ামি ও মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা আমাদের হযরত নবী (সা.)-এরও এগারটি পুত্রের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটেছিল। আমার প্রার্থনার উত্তরে খোদা জানিয়েছিলেন, মৌলভী হাকিম নুরুদ্দিন সাহেবের গৃহে এক পুত্র সন্তান জন্ম হবে এবং তার শরীরে স্ফোটক নির্গত হবে, যেন তার জন্ম আমার প্রার্থনার ফল স্বরূপ তার নিদর্শন হয়। ফলত এরূপ ঘটে। অল্পদিন পরেই উক্ত মৌলভী

সাহেবের এক পুত্র জন্মাল। তার নাম আবদুল হাই। জন্মের কিছুদিন পর তার শরীরে বহু স্ফোটকও নির্গত হল, যার চিহ্ন এখন পর্যন্ত বর্তমান আছে। তার শরীরে আল্লাহতায়ালা এজন্য স্ফোটক উদগত করলেন যে, কারও মনে যেন সন্দেহ না জাগে যে, এর জন্ম একটি আকস্মিক ব্যাপার, প্রার্থনার ফলে নয় বা ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার অকাট্য প্রমাণ নয়। যেমন ঘটনাচক্রে এরূপ হয়ে থাকে যে, কতকগুলি ব্যক্তি কোন এক অনুপস্থিত বন্ধুকে স্মরণ করে আলোচনা করতে থাকে যে, সে আসলে ভাল হত এবং কথা আরম্ভ হতে না হতে দেখা যায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সত্য-সত্যই এসে পড়ল! তখন সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, এইমাত্র তোমারই কথা হয়েছিল এবং তুমি এসে পড়লে। তাই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে খোদা স্ফোটক চিহ্নের উলেখ করলেন, যেন মানুষ বুঝতে পারে, উক্ত সন্তানের জন্ম দেয়ার ফলে হয়েছে, এবং এটি আকস্মিক ঘটনা নয়। এরূপ সহস্র-সহস্র উদাহরণ আমার কাছে বর্তমান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তার আলোচনা সম্ভব নয়।

ইতোপূর্বে আমি বলে এসেছি, ছোট-ছোট ঘটনা সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সংখ্যা যখন শত-সহস্র ছাড়িয়ে যায়, তখন যে ব্যক্তির কল্যাণে এটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং যিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হবার দাবি করেছেন, তার আল্লাহর প্রেরিত হওয়া সম্বন্ধে এটি চূড়ান্ত প্রমাণ বলে গৃহীত হয় এবং প্রকৃতই তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। কিন্তু যার অন্তরে সন্দেহ ও দুষ্টামী বর্তমান, সে কখনও সন্দেহশূন্য হতে পারে না। সে অবাধে বলে উঠে,'অমুক ফকির ঠিক এরূপ কেরামত (আশ্চর্যলীলা) দেখিয়েছে এবং অমুক জ্যোতিষী কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, যা যথাযথভাবে ঘটেছিল।' এভাবে সে যে শুধু নিজে পথভ্রান্ত হয় তাই নয়, অপরকেও পথভ্রান্ত করে। সেই মূর্খ চক্ষু থাকতে অন্ধ, হৃদয় থাকতে পাষাণ। সে দেখেও দেখতে পায় না, বুঝেও বুঝতে পারে না। আমি কবে কোথায় এ কথা বলেছি যে, আমি ছাড়া আর কেউ স্বপ্ন বা ইলহাম প্রাপ্ত হয় না? কিন্তু এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা, রাত-দিন ব্যাভিচারে লিপ্ত বেশ্যাও কোন সময়ে সত্যস্বপ্ন দর্শন করে এবং চোর– যার পরদ্রব্য হরণ করা পেশা, সে-ও কখনও-কখনও স্বপ্ন দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনা অবগত হয়। যে দাবি আমি বারবার

জগতের সামনে ঘোষণা করেছি, তা হলো–যখন এই প্রকারের স্বপ্ন ও কারও ইলহাম সুস্পষ্টতা এবং সংখ্যায় বহু সহস্রে পৌঁছায় এবং উক্ত কার্যে তাঁর কেউ সমকক্ষ থাকে না, তখন বুঝতে হবে, আল্লাহ তায়ালা যাদের বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেন, তিনি তাদের অন্যতম। এ দান অপর কারও ভাগ্যে হয় না। হ্যাঁ, সাধারণ ব্যক্তি কদাচিৎ দুই-একটি সত্য স্বপ্ন বা ইলহাম পেয়ে থাকে। এটাও খোদা তায়ালার পক্ষ হতে মানব জাতির মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। কেননা, যদি ওহী ও ইলহামের দরজা অপর সকলের ওপর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকত, তাহলে খোদার প্রেরিত রাসুলগণের ওপর মানুষের পূর্ণ বিশ্বাস আনয়ন করা সুকঠিন হতো এবং তারা কেউ বুঝতে পারত না, সত্য-সত্যই নবীদের ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর এ তাদের প্রতারণা বা কল্পনার বিকার মাত্র নয়। কারণ মানুষের স্বভাব হলো, তাকে যে বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেয়া না হয়, সেই বিষয়টি সে পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং অবশেষে ঐ বিষয় সম্বন্ধে কুধারণা সৃষ্টি হয়। তাই দেখা যায়, ইউরোপ ও আমেরিকার মদ্যপায়ী জাতিগণ মদ্যপানের দোষে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়, প্রায়ই সত্য স্বপ্নের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। কেননা, তাদের কাছে এ উদাহরণ নেই। এজন্য সময়-সময় মানুষকে সাধারণভাবে প্রমাণস্বরূপ সত্য স্বপ্ন ও ইলহাম দেয়া হয়ে থাকে, যেন তাদের মধ্যে নবীর আবির্ভাব হলে, তাঁকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য হতে তারা বঞ্চিত না হয় এবং তারা যেন আপন মনে বুঝতে পারে যে, একি বাস্তব সত্য, যার উদাহরণস্বরূপ আমাকেও কিছুটা দেয়া হয়েছে। শুধু প্রভেদ এই, সাধারণ লোক ভিক্ষুকের ন্যায়, যাদের কাছে দুই-একটি মাত্র রৌপ্য বা তাম্র থাকে, পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসুলগণ এমন এক আধ্যাত্মিক রাজ্যের আধিপত্য করেন, যেখানকার ধনভান্ডারের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।